৩। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষি কর্মণি

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার আধা করলে চাষ। আমরা অনুমান করি, ইহা কোনও মান্ধাতার আমলের কবির পদ। আজকালকার কবি হইলে এইরূপ বলিতেন:

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার আধা বি-এল পাস।'

মঙ্গরাজের বাড়ি দেখিয়া অনভিজ্ঞ লোকে অনুমান করিতে পারেন ইহা আদালতের কোনও বি-এল পাস উকিলের বাড়ি, বাষট্টি ঘরের ভগ্নাংশের সমষ্টি মাত্র। কথা কি জানেন, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। এই যে আদালতের আনাচে-কানাচে গণ্ডা গণ্ডা শামলা-পরা ঘুরিতেছে মঙ্গরাজের মতো পঁচিশ ঘরের ভগ্নাংশ এক করিতে পারেন এমন কয়কজনকে পাওয়া যাইবে? কর্তাবাবু নিজেই বলেন, তিনি কাহারও একটি পয়সার ধার ধারেন না। আপন বুদ্ধি, আপন বাহুবলে মাটিতে সোনা ফলাইয়াছেন। এমন শোনা যায়—শোনাই বা কেন বলি, আমরা নিশ্চয় জানি—মঙ্গরাজ প্রথমে গাঁয়ের প্রধানের দুই মাণ জমি ভাগে লইয়াছিলেন। এখন চাষের জমি খুব কম করিয়াও চার বাটি ছয় মাণ, তা ছাড়া তিন শ বাটি সতের মাণ ভাগে লাগিয়াছে। জমি সবই লাখেরাজ। কিছু সরকারি বাজেয়াপ্তি, আধা খাজনা দিতে হয়। অধিকাংশ খরিদা ব্রহ্মোত্তর। চাষের বলদ পনের জোড়া। ক্ষেতমজুর বারোজন, ইহারা বারোমেসে, জাতিতে বাউরি* - তিনজন পাণ **। চাষ ও বাগানের ভার ইহাদের উপর। মঙ্গরাজের শিক্ষা ও উৎসাহে ইহারা কর্মঠ ও উৎসাহী। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা স্বাস্থ্যবিধান শাস্ত্রের বিধি। কি রোদ, কি বৃষ্টি, কি ঝড়, কি তুফান মঙ্গরাজকে এ বিধি লঙ্ঘন করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। শাস্ত্রে আছে :

যত দেখ নদনদী
সকলে মিলয়ে জলধি
আপন গুণ পাসরে
লবণ গুণ ভজে রে।

ঠিক কথা। সেইরূপ স্ত্রী দাস দাসী সকলে কর্তাবাবুর গুণ অল্প বিস্তর গ্রহণ করে। আমরা কর্তাবাবুর ঘরের দাসদাসীদের দেখিয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি। মঙ্গরাজ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া দাঁত মাজিয়া ফেলেন। কলিকাতা শহরে দুইবার তোপ পড়ে। প্রাতঃকালের তোপ রাত্রির শেষজ্ঞাপক। মঙ্গরাজ কাছারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া মজুরকে হাঁক দিলে গ্রামের লোক চোখ না খুলিয়াও জানিতে পারে রাত পোহাইয়াছে; বউঝিরা বাসি পাট সারিতে লাগিয়া যায়। মফস্বলের লোক ঘড়ি ঘণ্টা বোঝে না। সূর্য মাথার উপরে আসিলে বলদের কাঁধ হইতে জোয়াল নামে। আশে পাশের চাষিরা দূর হইতে তাকাইয়া দেখে, মঙ্গরাজের বড় তালপাতার ছাতা আলের উপর উঠিয়াছে কি না। মঙ্গ-

---

* বাউরি। ওড়িশার হরিজন জাতিবিশেষ।

** পাণ (উচ্চারণ অ-কারন্ত)। ওড়িশার হরিজন জাতিবিশেষ।

রাজ তাঁর মজুরদিগকে পুত্রের মতো পালন করেন। বাপ মা ছেলেপুলেদের খাওয়া দাওয়া নিজে না দেখিলে মনের মতো হয় না। মজুরেরা সারি বাঁধিয়া খাইতে বসিয়া গেলে কর্তাবাবু রাঁধুনিকে তারস্বরে হাঁক দেন, 'আরে আমানি আন্, আমানি আন্, এদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।' রাঁধুনি অভ্যস্ত বিদ্যার প্রভাবে প্রত্যেককে দুই বাটি করিয়া আমানি দেয়। কোনও মজুর এতখানি আমানি পান করিতে নারাজ হইলে কর্তাবাবু তাহার উপকারিতা ও বলকারকতা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র এক বক্তৃতা করিয়া তাহা খাওয়াইয়া দিয়া তাহার পর ভাতের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং স্নান করিতে বাহির হইয়া যান।

কর্তাবাবুর বাগানে সতেরটা শজিনা গাছ। শজিনার শাক হজমি, বলকারক, রোগনাশক, মুখরোচক, রোগীর পথ্য। দ্রব্যগুণ তালিকায় শজিনার এরূপ গুণবর্ণনা আছে কিনা আমরা জানিনা, কারণ সে-বিদ্যায় আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কিন্তু কর্তাবাবুর মুখ হইতে যথা শ্রুতং তথা লিখিতং। সেইজন্য বাগানের শজিনা শাক এক আঁটিও হাটে যায় না, মজুরদের বলবর্ধন ও পোষণের জন্য সমস্ত উৎসর্গীকৃত। এই যে শজিনা ফুল দেখিতেছ এরূপ উপাদেয় পদার্থ পৃথিবীতে নাই। চারিটি রাই যদি তাহাতে মিশে—তাহার কথা আর কি বলিব। পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে কত না ভাল জিনিস আছে—সবেতেই ভাল মন্দ মেশানো! দেখ, কাঁঠালের কোয়াগুলি কত মধুর, কিন্তু তাহার ভিতরের আঁশগুলি বদহজমি। কিন্তু জ্ঞানী লোকের কাছে কোনও কিছুরই একটা সুরাহা না হইয়া যায় না। ভালর ভালটি মন্দের মন্দটি ঠিক বাছিয়া দেন। শজিনার সব ভাল, কেবল ডাঁটাগুলি খারাপ ও বদহজমি। সেইজন্য মজুর কিংবা চাকরদের পাতে পড়িতে পায় না, সরাসরি একেবারে হাটে চলিয়া যায়।